SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

আগষ্ট ২০২৩

সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষা

বাংলাদেশের নারীদের উপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব মূল্যায়ন

পটভূমিঃ

কোভিড-১৯ মহামারী বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে নারী এবং মেয়েরা অসম স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। আর্থিক, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অবৈতনিক কাজ এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে পূর্ব-বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য আরও বেড়েছে। জেন্ডার সমতাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং নারীর ক্ষমতায়ন করে, বিশ্বব্যাপী আরও স্থিতিশীল সমাজের দিকে পরিচালিত করে এমন কার্যকর নীতি প্রতিক্রিয়া সাজানোর জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক পৃথক উপাত্ত বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে পরিচালিত এই গুণগত গবেষণায় নারীদের উপর কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব এবং তাদের মোকাবিলার কৌশলগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে লকডাউন চলাকালীন নারীরা আয় এবং পেশার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলো, যার ফলে তাদেরকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং বিভিন্ন অসচ্ছলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নারীরা বেঁচে থাকার কৌশলগুলো যেমন ঋণ নেওয়া, ব্যয় হ্রাস করা, সম্পদ বিক্রি করা এবং আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের থেকে সাহায্য নেয়া এবং সরকারী ত্রাণের উপর নির্ভর করা ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করেছিল, তাসত্ত্বেও তাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

নারী শিক্ষার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব মূল্যায়নঃ

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। টিভি/অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের উপলব্ধি এবং অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের সময় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে নারীদের বঞ্চিত হওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয় (চিত্র ২ এবং চিত্র ৩)। এখানে, অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, নারী-প্রধান পরিবারের শতাংশ পুরুষ-প্রধান পরিবারের শতাংশের তুলনায় কম। অধিকন্তু, নারী-প্রধান পরিবারের ৩.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে না বলেছে যা পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় বেশি। এটাও পরিলক্ষিত হয়েছে যে পুরুষ শিক্ষার্থীদের (১.১ শতাংশ) তুলনায় বৃহত্তর সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী (১.৬ শতাংশ) তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কাজ করছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ১ বিভিন্ন মাধ্যমে (চ্যানেলে) মহিলাদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব মূল্যায়ন

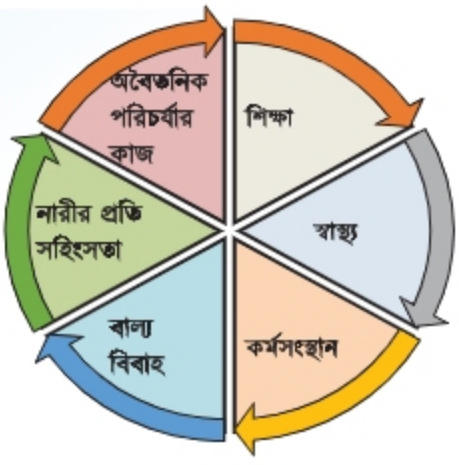

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

চিত্র ২ টিভি/অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (খানার %)

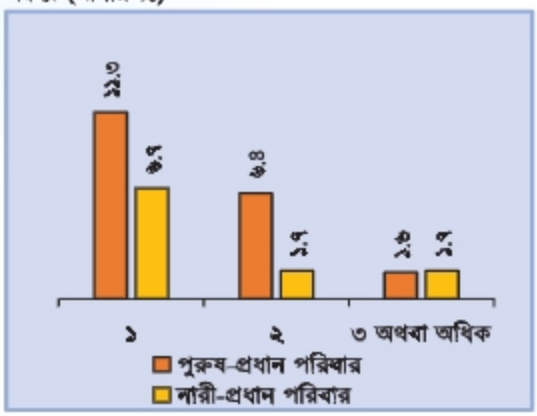

তথ্যসূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০২০

চিত্র ৩ শিক্ষার্থীরা কি এরপর আর তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবে?

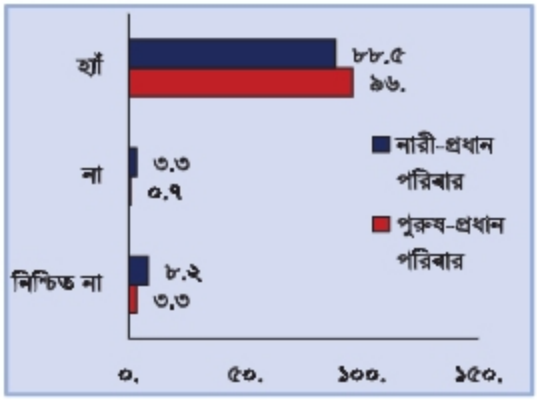

তথ্যসূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০২০

চিত্র ৪ অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে (উত্তরদাতা প্রতি শতাংশ)

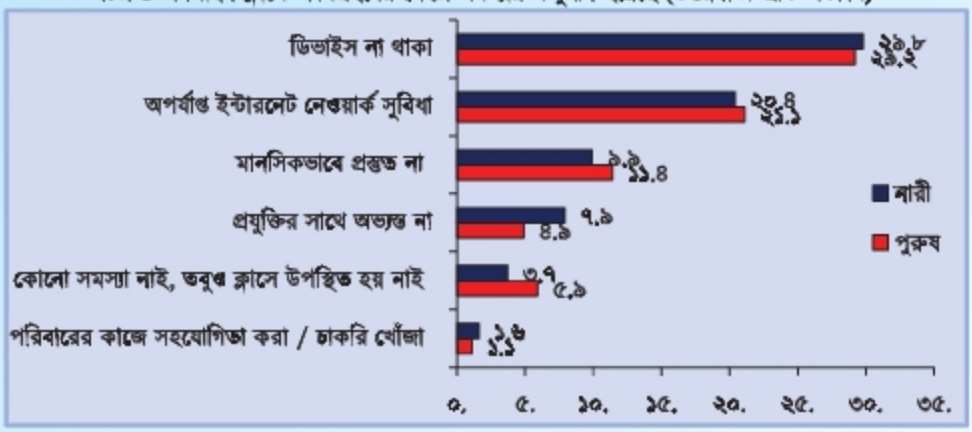

তথ্যসূত্রঃ সানেম-অ্যাকশন এইড জরিপ ২০২০

স্বাস্থ্যঃ

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলাদেশে নারী-প্রধান পরিবারগুলো পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অনুপলব্ধতা, অতিরিক্ত চিকিৎসা খরচ, হাসপাতালে ভর্তির সমস্যা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অবহেলা এবং প্রয়োজনীয় ঔষুধের অভাব এর মত সমস্যাগুলো। শিশু এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সফলতা থাকা সত্ত্বেও, কোভিড-১৯ এর ফলাফল স্বরূপ মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, সম্ভাব্যভাবে ৫০ শতাংশ কভারেজ হ্রাস পেয়েছে এবং মাতৃমৃত্যু বৃদ্ধি পেয়েছে (ইউনিসেফ, ২০২১)।

চিত্র ৫ মার্চ ২০২০ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল (খানার শতাংশ)

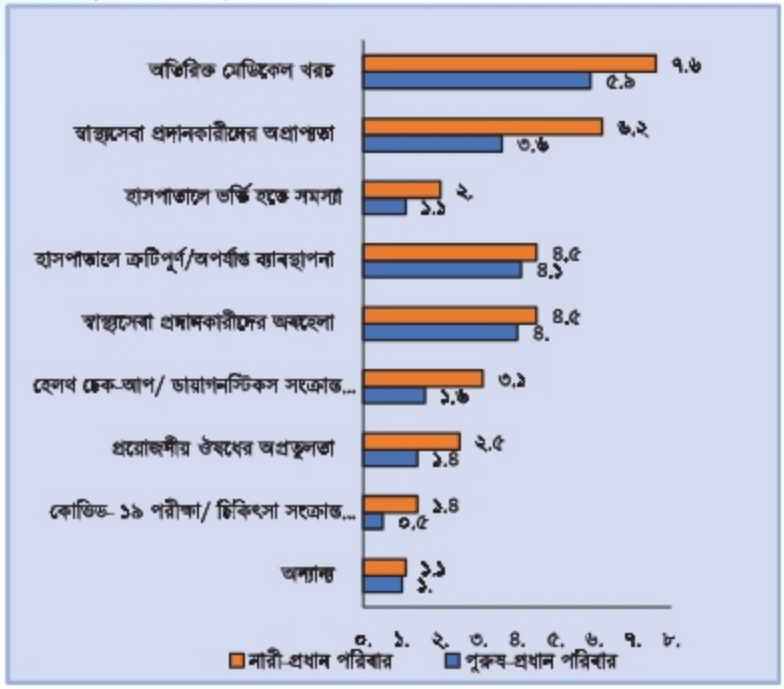

তথ্যসূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০১৮ এবং ২০২০

কর্মসংস্থানঃ

কোভিড- ১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। স্বনির্ভর এবং বেতনভুক্ত কর্মজীবীসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমশক্তির উপর এই মহামারী উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পুরুষ কর্মজীবীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব বেতনভুক্ত কর্মজীবীদের (৬২.৫%) মজুরির উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের (৮১.২% এর) মুনাফা-হ্রাস এর পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ৬)। চিত্র ৭ এ মহিলা কর্মজীবীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিম্নগামী প্রবণতা দেখা যায়। যেটা প্রকাশ করে যে বেতনভুক্ত কর্মজীবী নারীদের মজুরিতে ৪৯.১ শতাংশ হ্রাস এবং স্ব-নিযুক্ত নারীদের মুনাফা অর্জন ৬২.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, নারী কর্মচারীদের মধ্যে চাকরি হারানোর হার পুরুষ কর্মচারীদের হারের দ্বিগুণেরও বেশি।

চিত্র ৬ মার্চ-ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে পুরুষরা যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে (উত্তরদাতা প্রতি শতাংশ)

তথ্যসূত্রঃ সানেম কর্মসংস্থান সমীক্ষা ২০২১

চিত্র ৭ মার্চ-ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে নারীরা যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে (উত্তরদাতা প্রতি শতাংশ)

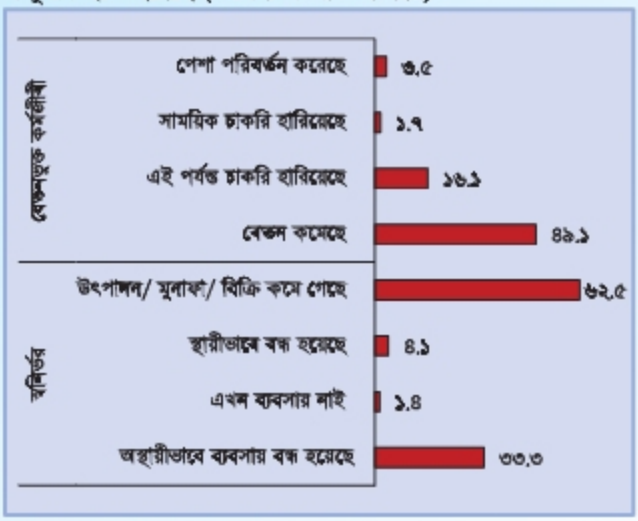

তথ্যসূত্রঃ সানেম কর্মসংস্থান সমীক্ষা ২০২১

চিত্র ৮ গড় আয়ের পরিবর্তন (খানার শতাংশ)

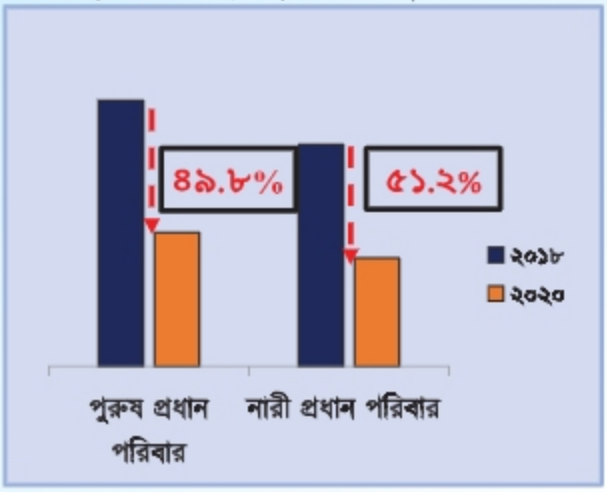

তথ্যসূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০১৮ এবং ২০২০

চিত্র ৯ গড় ব্যয়ের পরিবর্তন (খানার শতাংশ)

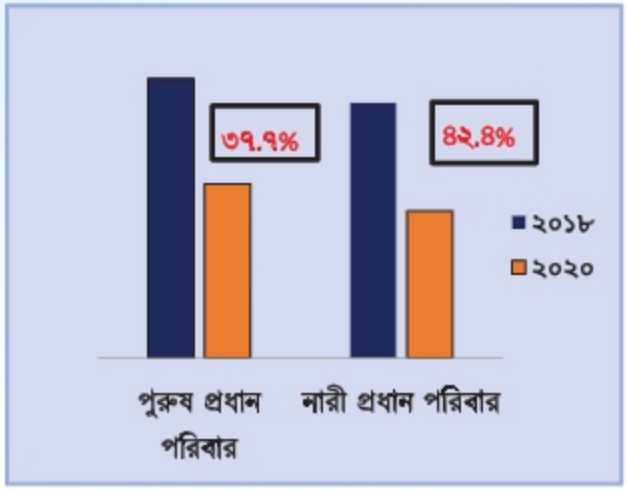

তথ্যসূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০১৮ এবং ২০২০

এছাড়াও, নারী কর্মসংস্থান এবং অরক্ষিত থাকার (ভালনারাবিলিটির) মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এটি প্রাথমিক পেশায় নিয়োজিতদের উচ্চ মাত্রার ভালনারাবিলিটির অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান, যেখানে প্রাথমিক পেশায় নারীদের অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য (৪৭.২১%)।

পেশাভিত্তিক ভালনারাবিলিটি

পেশা/শ্রেণী	সুরক্ষিত (%)	অরক্ষিত (%)	কর্মজীবী নারীদের শতকরা হার (%)
ব্যবসায় মালিক, ম্যানেজার	৯৯.৪২	০.৫৮	০.১১
পেশাদার	৯৯.৭৮	০.২২	০.৫৪
টেকনেশিয়ান এবং সহযোগী	৯৩.৩২	৬.৬৮	৮.৮৭
কেরানি	৯২.৬৬	৭.৩৪	০.২৭
সেবা কর্মী	৮৩.৫৫	১৬.৪৬	৪.২২
দক্ষ কৃষি	৬৭.২১	৩২.৭৯	২২.২৩
কারুশিল্প এবং এ সম্পর্কিত ব্যবসা	৭৯.৩৩	২০.৬৭	১০.২৮
প্ল্যান্ট এবং মেশিন অপারেটর	৭৮.৩৯	২১.৬	২.০৬

পেশা/শ্রেণী	সুরক্ষিত (%)	অরক্ষিত (%)	কর্মজীবী নারীদের শতকরা হার (%)
প্রাথমিক পেশা	৬৪.৮৪	৩৫.১৬	৪৭.২১
ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় মালিক	৮২.১৮	১৭.৮২	৪.০

তথ্যসূত্রঃ: খানার আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬ থেকে লেখকের নিজস্ব হিসাব

বাল্য বিবাহঃ

"বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭" অনুযায়ী মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার প্রায় ৫১ শতাংশ। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার, বৈশ্বিক গড় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কম বয়সী মেয়েদের (১৫ এবং ১৮ বছরের কম) বিয়ের গড় হার উভয়ের চেয়ে বেশি (চিত্র ১০) ।

চিত্র ১০ বাল্যবিবাহের (১৫ এবং ১৮ বছরের কম বয়সের) শতাংশের তুলনা

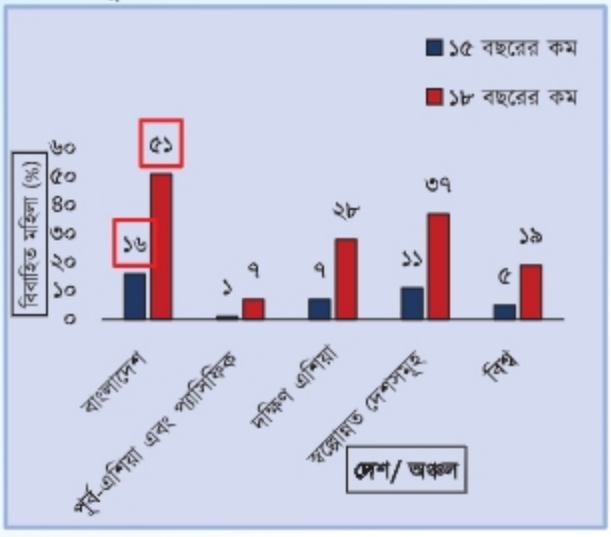

তথ্যসূত্র: ইউনিসেফ, ২০২১ থেকে সংকলিত

নারীর প্রতি সহিংসতাঃ

কোভিড-১৯ মহামারীর আগের তুলনায়, কোভিড-১৯ এর সময় নারীদের মধ্যে বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগের লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য হারে লক্ষ্য করা যায়, যেমনটা দেখিয়েছেন থিবাউট (২০২০)। এই গ্রুপটার মধ্যে, যাদের মধ্যে মানসিক রোগের অতীত-ইতিহাস ছিলো তারা বা অল্প আয়ের নারীরা অধিক বিপর্যস্ত হওয়া এবং মানসিক লক্ষণগুলোতে ভোগার ঝুঁকিতে ছিলেন। উপরন্তু, শিশুরা যত বেশি সময় স্কুলের বাইরে থাকবে, তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা তত কমবে। অধিকন্তু, ইউনিসেফ (২০২০) এর তথ্যমতে, দারিদ্র্যের এক শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধির ফলে শিশুশ্রম ন্যূনতম ০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

অবৈতনিক পরিচর্যার কাজঃ

কোভিড-১৯ মহামারী পরিচর্যা অর্থনীতিতে সংকটকে আরও গভীর করার মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্যকে আরও খারাপ করেছে (বাড়িয়েছে)। প্রামাণিক তথ্য অনুযায়ী অবৈতনিক পরিচর্যার কাজে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন" (এমজেএফ) এর তথ্যানুযায়ী শহর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই অবৈতনিক পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত নারীদের শতকরা হার বেড়েছে। ব্র্যাকের গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মহামারী চলাকালীন অধিক মাত্রায় অবৈতনিক পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা এবং পর্যাপ্ত অবসর সময়ের অভাবের কথা জানিয়েছেন। যেখানে ইউএন উইমেন এর তথ্যমতে মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণির অবৈতনিক পরিচর্যার কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহামারী চলাকালীন কৌশলগুলি মোকাবেলা করাঃ

১। মাইক্রো দৃষ্টিকোণঃ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে, বাংলাদেশ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, রিমোট ওয়ার্ক, লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব এর মতো অভেষজ (Non-therapeutic) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। দেশের বাকি খানাগুলোর মতো, এই খানাগুলোও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের উপলব্ধ সংস্থানগুলো সঙ্কট মোকাবেলা করতে এবং তাদের জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে ব্যবহার করছে।

২. ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণঃ

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারীরা। সুতরাং, তাদের ভোগান্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক কভারেজ প্রদানের জন্য, এই প্রোগ্রামগুলোকে একটি দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে আরও ভালোভাবে সমন্বিত এবং একীভূত করা দরকার।

চিত্র ১১ বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয়ে পরিবর্তন (উত্তরদাতা প্রতি শতাংশ)

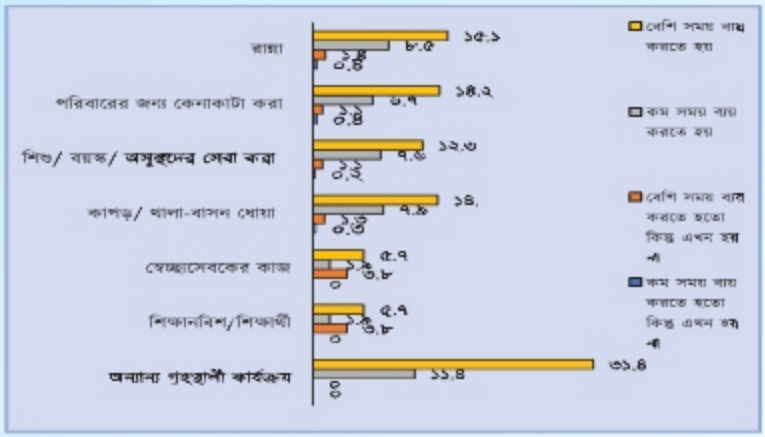

তথ্যসূত্র: সানেম- ওয়ার্ল্ড ভিশন জরিপ ২০২১

চিত্র ১২ মোকাবিলা কৌশল (মার্চ-নভেম্বর, ২০২০) (খানার %)

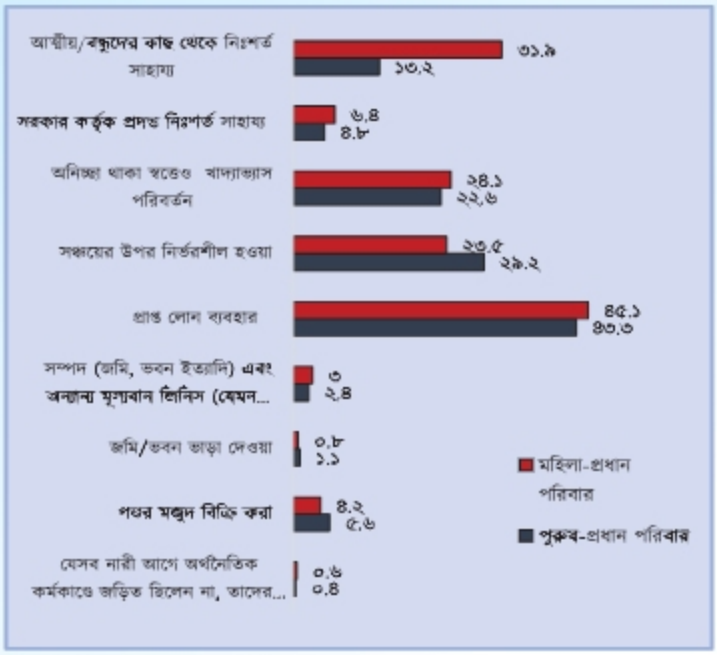

সূত্রঃ সানেম খানা জরিপ ২০২০

চিত্র ১৩ ম্যাক্রো দৃষ্টিকোণ থেকে মহামারী চলাকালীন কৌশল মোকাবেলা

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

এফজিডি থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল সমূহঃ

- নারীদের প্রতি সমাজের পশ্চাদমুখী মানসিকতা
- যৌতুকের ব্যাপক বিস্তার
- বাল্য বিবাহ দেয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য ব্যবহার
- পুরুষ প্রধান পরিবারে নারীদের প্রতি নিপীড়ন
- সামাজিক অবস্থানগত বাধা
- মাদক-প্ররোচিত সহিংসতা
- সচেতনতার অভাব
- মহামারীর মধ্যে আর্থিক অস্থিতিশীলতা
- শিক্ষার উপর অবৈধ বিধিনিষেধ
- নারী ক্রীড়াবিদদের প্রতি নেতিবাচক মানসিকতা
- কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের জমির অভাব
- শিশুশ্রমের শিকার
- ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য সহজলভ্য কাজের সুযোগ
- আদিবাসী ও দারিদ্র
- একই ছাদের নিচে বসবাসকারীদের মধ্যে বৈষম্য
- আত্মনির্ভরতার অনুপস্থিতি
- ইভটিজিং নারীশিক্ষার অন্তরায়
- লকডাউনের কারনে মহিলা উদ্যোক্তাদের অসচ্ছলতা
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নগণ্য বাজেট বরাদ্দ
- গৃহপরিচারিকাদের থাকার জায়গা
- ধর্মীয় পরিভাষার ব্যাখ্যা
- নিরাপত্তার অভাব
- হলুদ সাংবাদিকতা এবং নারীবিরোধী মনোভাব
- বিচারের অভাব

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

এফজিডি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহঃ

▪ মাধ্যমিকের পরে শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ▪ মহামারী থেকে পুনরুদ্ধার। ▪ জনস্বাস্থ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। ▪ মৌলিক চাহিদা পূরণে আদিবাসীদের কষ্ট দূর করা। ▪ সহিংসতা কমানোর জন্য যথোপযুক্ত জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন।	▪ নারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করা। ▪ বেদে/জিপসি সম্প্রদায়ের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ▪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করা। ▪ হিজড়া সম্প্রদায় সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতার বিকাশ।
▪ উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রয়োজন। ▪ শিশুদের যথাযথ লালন-পালন। ▪ অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন। ▪ নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা। ▪ প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতর বিকাশ।	▪ স্থানীয় প্রতিনিধিদের দায়িত্ব। ▪ নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ-সুবিধাপ্রণয়ন। ▪ আইনের যথাযথ প্রয়োগ। ▪ নথিপত্রের ডিজিটালাইজেশন।

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

উপসংহারঃ

নারীরা কোভিড-১৯ এর দ্বারা অসমভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক সুস্থতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাসত্ত্বেও, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমান কোভিড মোকাবেলা কৌশলগুলোতে জেন্ডার-নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। নারী অধিকারের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা এড়াতে, সরকারকে অবশ্যই এমন নীতিগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা নারীদের জন্য আরও কাজের সুযোগ তৈরি করে, যেমন ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো শিথিল করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নমনীয় ঋণ প্রদান করা। নারী ও মেয়েদের উপর অভিঘাতের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করতে, তাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিনির্ধারণ অপরিহার্য। বাংলাদেশের উচিত জেন্ডার-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, তথ্যে নারীদের প্রবেশাধিকার উন্নত করা এবং যারা সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে তাদের সুরক্ষা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। পাবলিক সেক্টরে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ চাকরির কোটা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত, নারী কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো শিথিল করা এবং নারীদের জন্য তৈরী পোষাক শিল্পের মত অন্যান্য খাতে কারিগরি চাকরি সংরক্ষণ করা উচিত। সরকার আর্থিক সহায়তা, কাজের শিথিল সময়সূচী এবং সরকারি শিশু সেবা মাধ্যমে নারীদের সহায়তা করতে পারে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কমাতে এবং উভয় জেন্ডারের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প বাড়ানোর সাথে সাথে অবৈতনিক পরিচর্যা কাজের জন্য যৌথ দায়িত্ব বর্ধিত করতে পুরুষ এবং নারী উভয়ের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান, আয় ও নিরাপত্তার উপর কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাবকে জরুরীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। উপসংহারে, একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে নারীরা মহামারী-সম্পর্কিত যেসকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সেগুলো নির্দিষ্টভাবে বুঝতে এবং প্রশমিত করতে ব্যর্থ হলে তা বৃহত্তর উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে বাধা প্রদান করবে।

[এই পলিসি ব্রিফটি সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত। পলিসি ব্রিফটি প্রস্তুত করেছেন আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, জেবুন্নেছা বিনতে জামান, মাহমুদুল হাসান, ইশরাত শারমীন, এবং জনা গোস্বামী। মূল গবেষণা প্রবন্ধের লেখকরা হচ্ছেন ড. সায়মা হক বিদিশা, মীর আশরাফুন নাহার, আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, সামান্থা রহমান, এবং জনা গোস্বামী। পলিসি ব্রিফটির উপদেষ্টা ছিলেন ড. সেলিম রায়হান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড. সায়মা হক বিদিশা।]

SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT
Flat K-5, House 1/B, Road 35, Gulshan-2
Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: +88-02-58813075
E-mail: sanemnet@yahoo.com
Website: www.sanemnet.org

Bangladesh Mahila Parishad
Sufia Kamal Bhaban
10/B/1 Segunbagicha, Dhaka-1000
Phone: +88-02-9582182, Fax: +88-02-9563529
Website: www.mahilaparishad.org
E- mail: info@mahilaparishad.org, mparishad@gmail.com